জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা

প্রাক-প্রাথমিক পর্যায় থেকে দ্বাদশ শ্রেণি

নতুন শিক্ষাক্রমে বিবেচ্য বিষয়সমূহ...

- শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক ও আনন্দময় পড়াশুনার পরিবেশ সৃষ্টি
- বিষয় এবং পাঠ্যপুস্তকের বোঝা ও চাপ কমানো
- গভীর শিখনের (Deep learning) বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান
- মুখস্থ নির্ভরতার পরিবর্তে অভিজ্ঞতা ও কার্যক্রমভিত্তিক শিখনের অগ্রাধিকার প্রদান
- খেলাধুলা ও সৃজনশীল কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদানের উপর গুরুত্ব প্রদান
- নির্দিষ্ট দিনের পাঠ যেনো শ্রেণিকক্ষেই শেষ হয় সে ধরনের শিখন কার্যক্রম পরিচালনায় সচেষ্ট হয়ে বাড়ির কাজ বা হোম ওয়ার্ক কমানো
- নির্দিষ্ট সময়ে অর্জিত পারদর্শিতার জন্য সনদ প্রাপ্তির প্রতি গুরুত্ব আরোপ
- জীবন ও জীবিকার সাথে সম্পর্কিত শিক্ষা

পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট

- চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কারণে জীবন-জীবিকার দ্রুত পরিবর্তন। যেখানে প্রচলিত পেশার ৩ ভাগের ২ ভাগ ২০৩০ সালের মধ্যে অবলুপ্ত হয়ে যাবে এবং ৬৫% শিক্ষার্থী যারা এখন প্রাথমিক শিক্ষায় আছে তারা কর্মজগতে প্রবেশ করে যে কাজ করবে তা এখনো অজানা।
- কোভিডের মতো মহামারি, স্থানীয় ও বৈশ্বিক অভিবাসন, দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তন, সংঘাত, প্রযুক্তির দ্রুত প্রসার, জীবিকার পরিবর্তন ইত্যাদির কারণে ভৌগলিক ও সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনের পাশাপাশি মানুষের জীবনধারা ও মনোসামাজিক জগতে দ্রুত পরিবর্তন।
- স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ।

এ রকম প্রেক্ষাপটে -

- ভবিষ্যতের জীবন ও জীবিকার জন্য প্রচলিত পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করা সম্ভব নয় বরং রূপান্তরযোগ্য দক্ষতা ও যোগ্যতায় শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলাই হচ্ছে সঠিক প্রস্তুতি, যেন তারা নিজেরাই পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে সর্বোচ্চ পারদর্শিতা প্রদর্শন করতে পারে।

পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট

- ১০২টি দেশের শিক্ষাক্রম সংক্রান্ত নথি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ৫১টি দেশ ইতোমধ্যে এই পরিবর্তনের ধারা বিবেচনা করে প্রচলিত শিক্ষাক্রমকে রূপান্তরযোগ্য দক্ষতা ও যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমে পরিবর্তিত করেছে।
- ওইসিডি তার ৩৭টি সদস্য দেশ ও অন্যান্য সহযোগী দেশসমূহের জন্য যে শিক্ষা রূপরেখা- ২০৩০ প্রণয়ন করেছে সেখানে সুনির্দিষ্টভাবে রূপান্তরযোগ্য দক্ষতা ও যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের এই পরিবর্তনকে গ্রহণ ও সুপারিশ করেছে।
- দক্ষিণ এশিয়াতে শ্রীলংকা, ভুটান এবং সম্প্রতি ভারত তাদের শিক্ষানীতিতেও একই ধারায় পরিবর্তন করেছে এবং অন্যরাও প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে।
- শিক্ষাক্রম পরিমার্জনের লক্ষ্যে এনসিটিবি কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণা, কর্মশালা, অংশীজনের মতামত ও উন্মুক্ত মতবিনিময়ের ফলাফলেও শিক্ষাক্রমের একই ধরনের পরিবর্তনের সুপারিশ পাওয়া গেছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা উন্নয়ন প্রক্রিয়া

- প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষার চাহিদা নিরূপন, পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও শিক্ষাক্রমের কার্যকারিতা যাচাই গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা।
- **খসড়া রূপরেখা উন্নয়ন**
  - কারিগরি কর্মশালা
  - শিক্ষা সংশ্লিষ্ট দুই মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট মাননীয় মন্ত্রী, সচিব , মহাপরিচালক ও অন্যান্য উর্ধতন কর্মকর্তাদের সাথে মিথস্ক্রিয়া
- **খসড়া শিক্ষাক্রম রূপরেখার ওপর মতামত গ্রহণ ও পরিমার্জন**
  - সারা দেশের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষা কর্মকর্তা, বিজ্ঞানি, বিভিন্ন পেশাজীবি, এফবিসিসিআই, ইউজিসি, কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের সচিব ও মন্ত্রী মহোদয়গণ, কয়েকজন সংসদ সদস্য এবং শিক্ষা সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসহ ৮০০ জনের অধিক অংশিজনের নিকট থেকে মতামত সংগ্রহ;
  - ওয়েবসাইটে খসড়া শিক্ষাক্রম রূপরেখা উন্মুক্ত করে সর্বসাধারণের মতামত গ্রহণ;
  - সামগ্রিক মতামতের ওপর ভিত্তি করে খসড়া শিক্ষাক্রম রূপরেখা প্রণয়ন।
- শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন কোর কমিটি এবং এনসিটিবির বোর্ড সভা কর্তৃক পর্যালোচনা, পরিমার্জন ও অনুমোদনের জন্য সুপারিশ।
- **মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নীতিগত অনুমোদন**

জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা:
প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি

রূপকল্প

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত দেশপ্রেমিক, উৎপাদনমুখী, অভিযোজনে সক্ষম সুখী ও বৈশ্বিক নাগরিক গড়ে তোলা।

জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা: প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি

অভিলক্ষ্য

- সকল শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা বিকাশে কার্যকর ও নমনীয় শিক্ষাক্রম;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীর বিকাশ ও উৎকর্ষের সামাজিক কেন্দ্র;
- প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশের বাইরেও বহুমাত্রিক শিখনের সুযোগ ও স্বীকৃতি;
- সংবেদনশীল, জবাবদিহিতামূলক একীভূত ও অংশগ্রহণমূলক শিক্ষাব্যবস্থা;
- শিক্ষাব্যবস্থার সকল পর্যায়ে দায়িত্বশীল, স্ব-প্রণোদিত, দক্ষ ও পেশাদার জনশক্তি।

জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা: প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম: বৈশ্বিক প্রবণতা ও বর্তমান বাস্তবতা

- প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষাক্রমের সাথে সামঞ্জস্য বিধান
- এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন
- একবিংশ শতাব্দীর দক্ষতা অর্জন
- বৈশ্বিক নাগরিকের যোগ্যতা অর্জন
- জাতীয় নীতি ও লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য বিধান
- কর্ম ও জীবনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষা
- শিক্ষায় সমতা এবং জীবনব্যাপী শিখনের সুযোগ

জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে অভিযোজনের জন্য জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ, ও দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে অর্জিত সক্ষমতা

যোগ্যতা নির্ধারণের প্রেরণা হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

জাতীয় শিক্ষাক্রমের মূল ভিত্তি হলো:

মুক্তিযুদ্ধকালীন স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত চেতনা

- মানবিক মর্যাদা
- সামাজিক ন্যায়বিচার
- সাম্য

স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানের রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি

- জাতীয়তাবাদ
- সমাজতন্ত্র
- গণতন্ত্র ও
- ধর্মনিরপেক্ষতা

দক্ষতা	
শিখতে শেখার দক্ষতা	সূক্ষ্মচিন্তন সৃজনশীল চিন্তন সমস্যা সমাধান
ব্যক্তিগত ক্ষমতায়নের দক্ষতা	স্ব-ব্যবস্থাপনা সিদ্ধান্ত গ্রহণ যোগাযোগ
ব্যবহারিক ও সামাজিক দক্ষতা	জীবন ও জীবিকার দক্ষতা সহযোগিতা বিশ্ব নাগরিকত্ব
মৌলিক দক্ষতা	মৌলিক সাক্ষরতা ডিজিটাল সাক্ষরতা

জ্ঞান

- বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান
- আন্তঃ বিষয়ক জ্ঞান
- বিষয়ভিত্তিক বিশেষ জ্ঞান
- পদ্ধতিগত জ্ঞান

দৃষ্টিভঙ্গি

- নিজ সম্পর্কে ধারণা
- ইতিবাচক সামাজিক রীতি সম্পর্কিত বিশ্বাস
- আত্মবিশ্বাস

মূল্যবোধ

- দেশপ্রেম
- সম্প্রীতি
- পরমতসহিষ্ণুতা
- শ্রদ্ধা
- সহমর্মিতা
- সংহতি
- শুদ্ধাচার
- মানব বৈচিত্রের প্রতি সহমর্মিতা

১০ টি যোগ্যতা

জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা: প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি

যোগ্যতা

১. অন্যের মতামত ও অবস্থানকে সম্মান ও অনুধাবন করে, প্রেক্ষাপট অনুযায়ী নিজের ভাব, মতামত যথাযথ মাধ্যমে সৃজনশীলভাবে প্রকাশ করতে পারা।

২. যেকোনো ইস্যুতে সূক্ষ্ম চিন্তার মাধ্যমে সামগ্রিক বিষয়সমূহ বিবেচনা করে সকলের জন্য যৌক্তিক ও সর্বোচ্চ কল্যাণকর সিদ্ধান্ত নিতে পারা।

৩. ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে সম্মান করে নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক হয়ে নিজ দেশের প্রতি ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শনপূর্বক বিশ্ব নাগরিকের যোগ্যতা অর্জন করা।

৪. সমস্যার প্রক্ষেপণ, দ্রুত অনুধাবন, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ এবং ভবিষ্যৎ তাৎপর্য বিবেচনা করে সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে যৌক্তিক ও সর্বোচ্চ কল্যাণকর সিদ্ধান্ত নিতে ও সমাধান করতে পারা।

৫. পারস্পারিক সহযোগিতা, সম্মান ও সম্প্রীতি বজায় রেখে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারা এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য নিরাপদ বাসযোগ্য পৃথিবী তৈরিতে ভূমিকা রাখতে পারা।

জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা: প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি

যোগ্যতা

৬. নতুন দৃষ্টিকোণ, ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগের মাধ্যমে নতুনপথ, কৌশল ও সম্ভাবনা সৃষ্টি করে শৈল্পিকভাবে তা উপস্থাপন এবং জাতীয় ও বিশ্বকল্যাণে ভূমিকা রাখতে পারা।

৭. নিজের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিয়ে নিজ অবস্থান ও ভূমিকা জেনে ঝুঁকিহীন নিরাপদ ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং বৈশ্বিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ তৈরি করতে ও বজায় রাখতে পারা।

৮. প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে ঝুঁকি মোকাবেলা এবং মানবিক মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখে নিরাপদ ও সুরক্ষিত জীবন ও জীবিকার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতে পারা।

৯. পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে দৈনন্দিন উদ্ভূত সমস্যা গাণিতিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা ব্যবহার করে সমাধান করতে পারা।

১০. ধর্মীয় অনুশাসন, সততা ও নৈতিক গুণাবলি অর্জন এবং শুদ্ধাচার অনুশীলনের মাধ্যমে প্রকৃতি ও মানব-কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারা।

শিখনক্ষেত্র

- ভাষা ও যোগাযোগ
- গণিত ও যুক্তি
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
- সমাজ ও বিশ্ব নাগরিকত্ব
- জীবন ও জীবিকা
- পরিবেশ ও জলবায়ু
- মূল্যবোধ ও নৈতিকতা
- শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা
- শিল্প ও সংস্কৃতি

স্তরভিত্তিক নির্বাচিত বিষয়সমূহ

শিখন-ক্ষেত্র	স্তরভিত্তিক নির্বাচিত বিষয়সমূহ				
	প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়	প্রাথমিক	মাধ্যমিক (ষষ্ঠ-দশম)	কারিগরি ও মাদ্রাসা	মাধ্যমিক (একাদশ ও দ্বাদশ)
ভাষা ও যোগাযোগ গণিত ও যুক্তি জীবন ও জীবিকা সমাজ ও বিশ্ব নাগরিকত্ব পরিবেশ ও জলবায়ু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা মূল্যবোধ ও নৈতিকতা শিল্প ও সংস্কৃতি	সমন্বিত বিষয়	১. বাংলা ২. ইংরেজি ৩. গণিত ৪. বিজ্ঞান ৫. সামাজিক বিজ্ঞান ৬. ধর্মশিক্ষা ৭. শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা ৮. শিল্পকলা	১. বাংলা ২. ইংরেজি ৩. গণিত ৪. বিজ্ঞান ৫. সামাজিক বিজ্ঞান ৬. জীবন ও জীবিকা ৭. ডিজিটাল প্রযুক্তি ৮. শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা ৯. ধর্মশিক্ষা ১০. শিল্প ও সংস্কৃতি	শিক্ষাক্রম রূপরেখার ১০টি বিষয়ের সাথে মাদ্রাসায় কুরআন, হাদিস ইত্যাদি ও কারিগরিতে ট্রেডের বিশেষায়িত বিষয়সমূহের যৌক্তিক সমন্বয় থাকবে।	আবশ্যিক বিষয় - ৩ টি নৈর্বাচনিক বিষয়: যে কোন তিনটি শিক্ষার্থীর আগ্রহ অনুযায়ী বিষয় তালিকা থেকে যে কোনো তিনটি বিষয় নেয়ার সুযোগ থাকবে প্রায়োগিক বিষয়: যে কোন একটি পেশাদারি দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য নির্বাচিত বিষয়সমূহ থেকে যে কোন একটি বিষয় নেয়ার সুযোগ থাকবে

দশম শ্রেণি পর্যন্ত কোন বিভাগ (মানবিক, বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা) থাকবে না।

★ ৯ম ও ১০ম শ্রেণিতে জীবন ও জীবিকা বিষয়ে বাধ্যতামূলকভাবে প্রত্যেক শিক্ষার্থী কৃষি, সেবা বা শিল্প খাতের একটি অকুপেশনে দক্ষতা অর্জন করবে এবং ১০ম শ্রেণি শেষে যে কোনো একটি অকুপেশনে কাজ করার মতো পেশাদারি দক্ষতা অর্জন করবে।

বিষয়ের ধারণায়ন: বাংলা

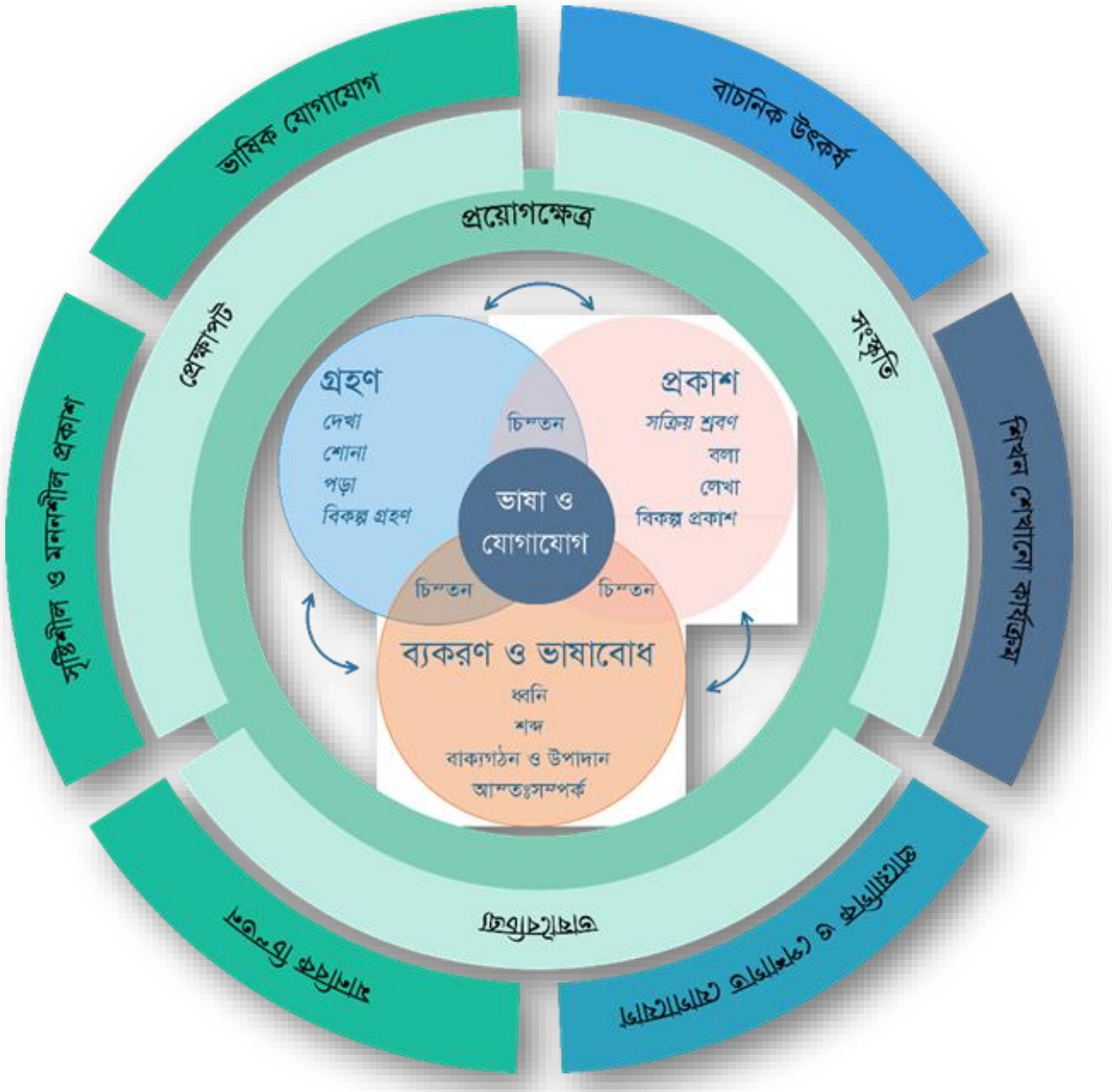

বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী

প্রমিত বাংলা ভাষায় ভাব আদান-প্রদানের (শোনা, বলা, পড়া, লেখা, দেখা ও অনুভব করার) মৌলিক দক্ষতা অর্জন করা; সাহিত্যপাঠে আনন্দ লাভ করতে সমর্থ হওয়া; বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে সৃজনশীল ও শৈল্পিকভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারা এবং পরমতসহিষ্ণুতার সঙ্গে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে কার্যকর ও কল্যাণমুখী যোগাযোগে সমর্থ হওয়া।

ভাষা ও যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষার ৬টি প্রধান প্রয়োগ-ক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়েছে :

১. ভাষিক যোগাযোগ,
২. বাচনিক উৎকর্ষ,
৩. শিখন-শেখানো কার্যক্রম,
৪. প্রায়োগিক ও পেশাগত যোগাযোগ,
৫. মানবিক চিন্তন,
৬. সৃষ্টিশীল ও মননশীল প্রকাশ।

বিজ্ঞান

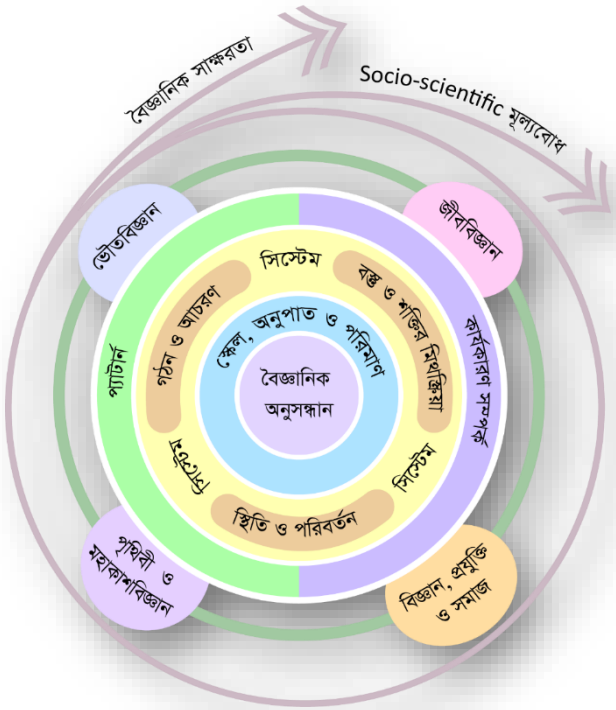

বৈজ্ঞানিক সাক্ষরতা
Socio-scientific মূল্যবোধ
ভৌতবিজ্ঞান
জীববিজ্ঞান
পৃথিবী ও মহাকাশবিজ্ঞান
বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সমাজ
প্যাটার্ন
কার্যকারণ সম্পর্ক
সিস্টেম
বস্তু ও শক্তির মিথস্ক্রিয়া
গঠন ও আচরণ
স্থিতি ও পরিবর্তন
সিস্টেম
স্কেল, অনুপাত ও পরিমাণ
বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান

ইংরেজি

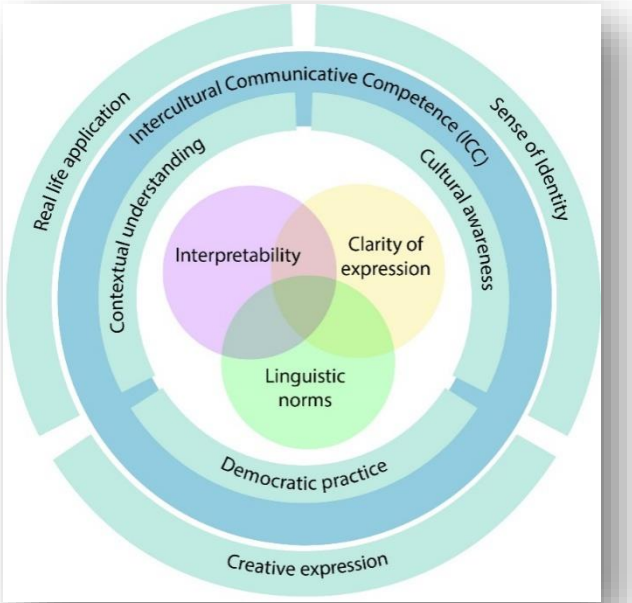

Real life application
Intercultural Communicative Competence (ICC)
Sense of Identity
Contextual understanding
Cultural awareness
Interpretability
Clarity of expression
Linguistic norms
Democratic practice
Creative expression

গণিত

গণিত, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
দৈনন্দিন জীবন
সংখ্যা ও পরিমাণ
আকৃতি
গাণিতিক অনুসন্ধান
কর্মজগৎ
সমাজ

ডিজিটাল প্রযুক্তি

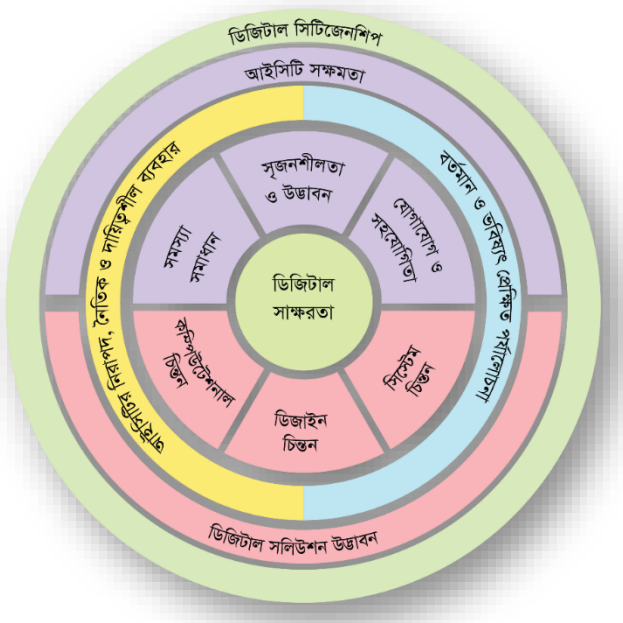

সামাজিক বিজ্ঞান

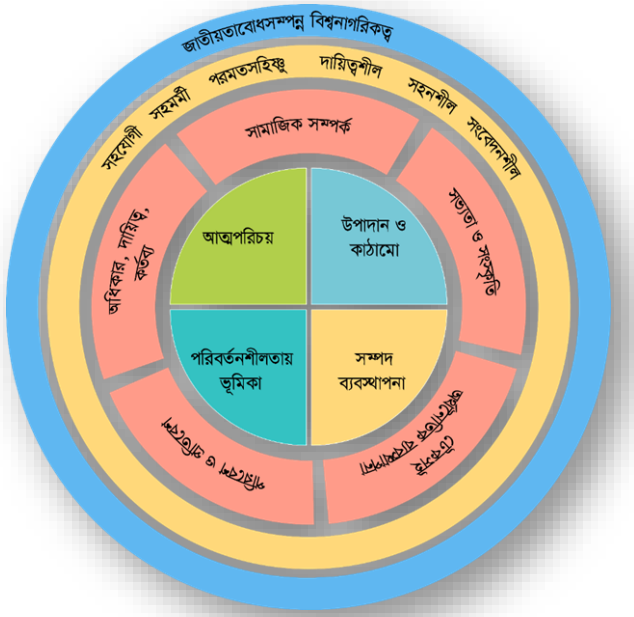

জীবন ও জীবিকা

শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা

শিল্প ও সংস্কৃতি

ধর্ম শিক্ষা

কারিগরি ও বৃত্তিমুলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (টিভিইটি) ধারাসহ সাধারন ও মাদ্রাসা শিক্ষায় টিভিইটি বিষয়ের অর্ন্তভূক্তি

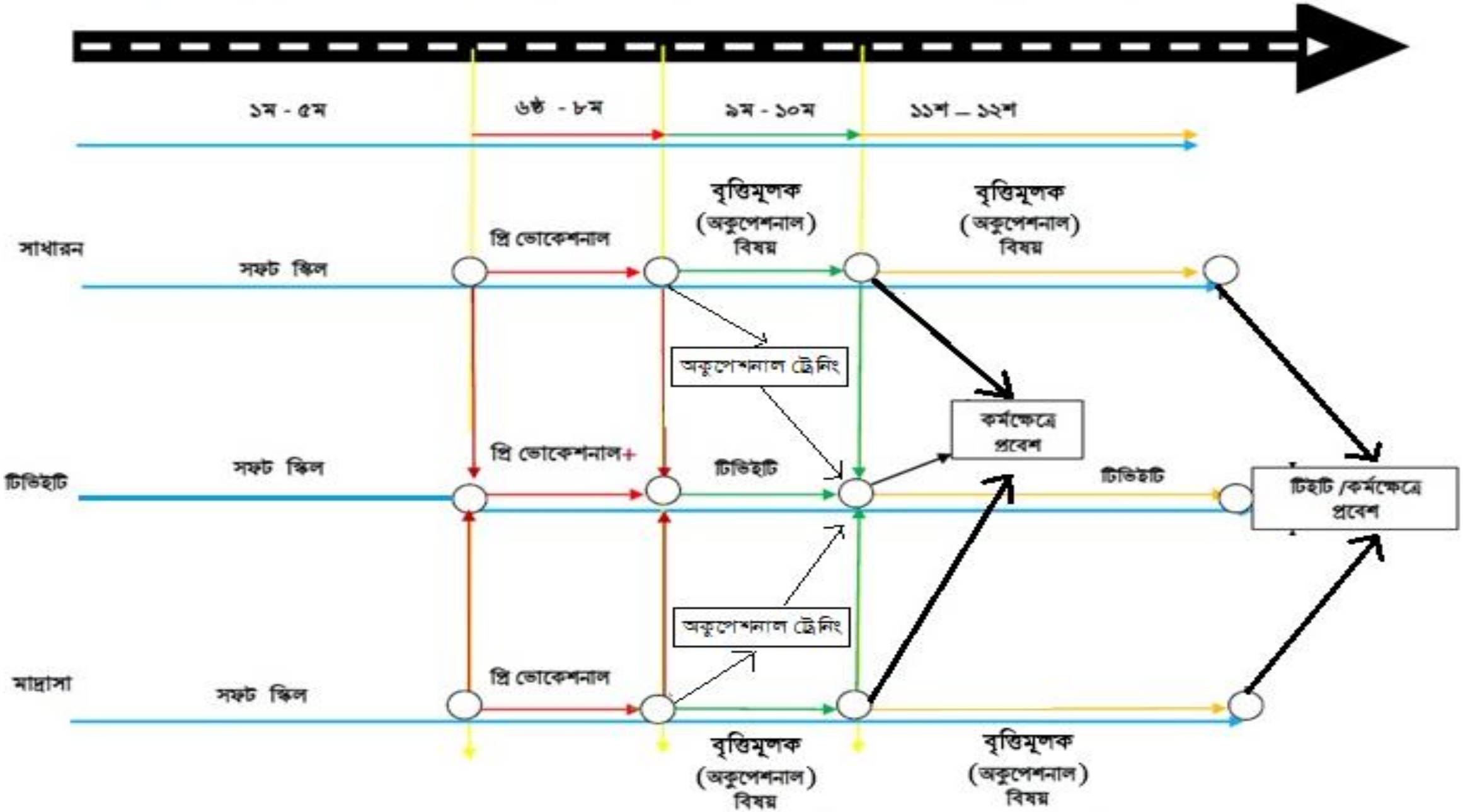

শিখন-শেখানো কৌশল

- শিখন-শেখানো কৌশল হবে বিশেষত **অভিজ্ঞতাভিত্তিক**
- শিখন-শেখানো কৌশলে প্রয়োজন ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী হাতে কলমে শিখন, প্রকল্প এবং সমস্যাভিত্তিক শিখন, সহযোগিতামূলক শিখন, অনুসন্ধানভিত্তিক শিখন, স্ব-প্রণোদিত শিখনের সংমিশ্রণ ব্যবহার করা হবে।
- অনলাইন শিখনের ব্যবহারও উৎসাহিত করা হবে।
- অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন পদ্ধতিতে শিক্ষক একজন সহায়তাকারী এবং শিক্ষার্থী সক্রিয় অংশগ্রহণকারীর ভূমিকা পালন করবে।
- শিখন প্রক্রিয়ায় বিষয় সংশ্লিষ্ট কোন বাস্তব জীবনধর্মী সমস্যা নির্ধারণ করে তা সমাধানের উপায় নির্ধারণ এবং তা প্রয়োগের অভিজ্ঞতা লাভের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত করা যায়।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়তামূলক, একীভূত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করবেন যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিখনের উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়।
- শ্রেণিকক্ষের শিখন পরিবেশ হবে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক, গণতান্ত্রিক ও সহযোগিতামূলক।

শিখন-শেখানো কৌশল

প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা
প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ
বিমূর্ত ধারণায়ন
সক্রিয় পরীক্ষণ
শিখন কৌশল
প্রকল্পভিত্তিক
সমস্যা ও চ্যালেঞ্জভিত্তিক
অনুসন্ধানমূলক
সহযোগিতামূলক
সংযোগমূলক
প্রেক্ষাপটনির্ভর
শিখন প্রক্রিয়া
অভিজ্ঞতা
পরিবেশের সাথে মিথস্ক্রিয়া
পর্যবেক্ষণ
হাতে কলমে কাজ
দলীয় কাজ
পঠন
স্মৃতিতে ধারণ
যোগ্যতার উপাদান
জ্ঞান
দক্ষতা
দৃষ্টিভঙ্গি
মূল্যবোধ

শিখন সময়

প্রাথমিক

সাপ্তাহিক ছুটি ২ দিন

শ্রেণি	মোট শিখন ঘন্টা
প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়	৫০০
১ম থেকে ৩য়	৬৩০
৪র্থ থেকে ৫ম	৮৪০

মাধ্যমিক

সাপ্তাহিক ছুটি ২ দিন ধরে
মোট কর্মদিবস = ৩৬৫ দিন - (১০৪+৭৬) দিন = ১৮৫ দিন

শ্রেণি	মোট শিখন ঘন্টা
৬ষ্ঠ থেকে ৮ম	১০৩০
৯ম থেকে ১০ম	১১০০
১১শ থেকে ১২শ	১১৫০

- জাতীয় দিবসসমূহে বিদ্যালয় খোলা থাকবে এবং শিক্ষার্থীদের দিবস পালনের কর্মসূচী শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে।
- ওইসিডি ও এর সহযোগী দেশের ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত ৯১৯ ঘন্টা (প্রস্তাবিত ১০৩০)।
- ওইসিডি (OECD) ও এর সহযোগী দেশসমূহের বাৎসরিক গড় কর্মদিবস হলো ১৮৫ এবং ইউরোপিয়ান ২৩টি দেশের বাৎসরিক গড় কর্মদিবস হলো ১৮১ দিন। এই প্রেক্ষিতে সপ্তাহে দুই দিন ছুটি হিসেব করে প্রস্তাবিত মোট কর্মদিবস আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মূল্যায়ন

- মূল্যায়নকে কেবল শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে পুরো **শিক্ষা ব্যবস্থার কার্যকারিতা মূল্যায়ন**, **শিখন পরিবেশের মূল্যায়ন** ও সেই সঙ্গে শিক্ষার্থীর **শিখনের মূল্যায়নের** ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।
- সকল ধরনের শিখন মূল্যায়নের ভিত্তি হবে যোগ্যতা।
- প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রমে বহুমাত্রিক মূল্যায়নের যে সকল বিষয় অনুসরণ করা হবে সেগুলো হলো -
  - যোগ্যতার মূল্যায়ন নিশ্চিতকরণ;
  - শিখনের জন্য শিখনকালীন মূল্যায়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ;
  - স্ব-মূল্যায়ন, সতীর্থ মূল্যায়ন, মুল্যায়নে অভিভাবক ও সমাজের সম্পৃক্ততার ওপর গুরুত্ব আরোপ;
  - মুখস্থ নির্ভর সামষ্টিক মূল্যায়ন হ্রাস;
  - শিখন অগ্রগতি মূল্যায়নের ধারাবাহিক রেকর্ড সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা

স্তরভিত্তিক মূল্যায়ন কৌশল

প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়	প্রাথমিক		মাধ্যমিক		
	১ম - ৩য় শ্রেণি	৪র্থ - ৫ম শ্রেণি	৬ষ্ঠ - ৮ম শ্রেণি	৯ম - ১০ম শ্রেণি (পাবলিক পরীক্ষাসহ)	১১শ - ১২শ (পাবলিক পরীক্ষাসহ)
শিখনকালীন মূল্যায়ন (১০০%)	শিখনকালীন মূল্যায়ন (১০০%)	বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞান শিখনকালীন মূল্যায়ন ৬০% সামষ্টিক মূল্যায়ন ৪০% শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা, ধর্ম শিক্ষা এবং শিল্পকলা শিখনকালীন মূল্যায়ন ১০০%	বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞান শিখনকালীন মূল্যায়ন ৬০% সামষ্টিক মূল্যায়ন ৪০% জীবন ও জীবিকা, ডিজিটাল প্রযুক্তি, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা, ধর্ম শিক্ষা এবং শিল্প ও সংস্কৃতি শিখনকালীন মূল্যায়ন (১০০%)	বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞান শিখনকালীন মূল্যায়ন ৫০% সামষ্টিক মূল্যায়ন ৫০% জীবন ও জীবিকা, ডিজিটাল প্রযুক্তি, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা, ধর্ম শিক্ষা এবং শিল্প ও সংস্কৃতি শিখনকালীন মূল্যায়ন ১০০% **দশম শ্রেণি শেষে দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচির উপর পাবলিক পরীক্ষা**	**আবশ্যিক বিষয়:** শিখনকালীন মূল্যায়ন : ৩০% সামষ্টিক মূল্যায়ন: ৭০% **নৈর্বাচনিক/বিশেষায়িত বিষয়:** কাঠামো ও ধারণায়ন অনুযায়ী সামষ্টিক মূল্যায়নের পাশাপাশি প্রকল্পভিত্তিক, ব্যবহারিক ও অন্যান্য উপায়ে শিখনকালীন মূল্যায়নের সুযোগ থাকবে; **প্রায়োগিক বিষয়:** শিখনকালীন মূল্যায়ন- ১০০% একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যসূচির উপর প্রতি বর্ষ শেষে একটি করে পরীক্ষা হবে। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার ফলাফলের সমন্বয়ে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারিত হবে।

পাবলিক পরীক্ষা

দশম শ্রেণি শেষে দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচির উপর

বিষয়সমূহ	শিখনকালীন মূল্যায়ন	সামষ্টিক মূল্যায়ন
বাংলা, ইংরেজি, গণিত, সামাজিক বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান	৫০%	৫০%
জীবন ও জীবিকা, ডিজিটাল প্রযুক্তি, ভালো থাকা, ধর্ম শিক্ষা এবং শিল্প ও সংস্কৃতি	১০০%	-

- একাদশ শ্রেণি শেষে একাদশ শ্রেণির পাঠ্যসূচির উপর একটি পরীক্ষা
- দ্বাদশ শ্রেণি শেষে দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যসূচির উপর একটি পরীক্ষা
- একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার ফলাফলের সমন্বয়ে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারিত হবে।

শিক্ষাক্রমে ইনক্লুশন

- রূপরেখা অনুসারে শিক্ষার্থীর মাঝে সমস্যা খোঁজার পরিবর্তে শিক্ষা ব্যবস্থা ও কাঠামোর প্রতিবন্ধকতাকে সনাক্ত ও দূরীকরণের উদ্যোগ
- জেন্ডার, ধর্ম-বর্ণ, প্রতিবন্ধিতা, সামাজিক ও ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনায় নিয়ে শিশুর সামর্থ্য, চাহিদা ও বৈশিষ্ট্যের বৈচিত্রময়তা প্রস্ফুটিত করার উদ্যোগ
- শিক্ষাক্রমে নমনীয়তার মাধ্যমে ভিন্নভাবে সমর্থ (Differently abled) এমন শিশু ও তৃতীয় লিঙ্গের শিশুদের জন্য প্রবেশগম্যতা, ভাব বিনিময় কৌশল, বহু ইন্দ্রিয়মুলক শিখন শেখানো কৌশল এবং বহুমাত্রিক মূল্যায়নের উদ্যোগ
- অতি মেধাবী শিশুদের শিখন-চাহিদা, সক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনায় নিয়ে বিশেষ উদ্যোগ
- মাতৃভাষাভিত্তিক শিখনের প্রসার, সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য নমনীয় শিক্ষা, তৃতীয় লিঙ্গের শিশুদের শিক্ষায় অংশগ্রহণ এবং দুর্যোগ, মহামারি বা অতিমারির সময় শিক্ষার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা
- আন্তর্জাতিক বা আদর্শ মানদণ্ডগুলো অনুসরণ; যেমন: **Universal Design for Learning (UDL)**।

শিক্ষাক্রম রূপরেখায় নতুন সংযোজনসমূহ

- যোগ্যতা ও দক্ষতানির্ভর শিক্ষাক্রম যেখানে মুখস্থনির্ভরতা বা পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের চেয়ে শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা, অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতাকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।
- একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি জীবন ও জীবিকা সংশ্লিষ্ট বিষয়সহ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতি গুরুত্বের সাথে সংযোজন করা হয়েছে।
- মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং নিজস্ব শিল্প ও সংস্কৃতির নিয়মিত চর্চা গুরুত্বের সাথে সংযোজিত হয়েছে।
- মূল্যবোধ ও নৈতিকতা চর্চার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।
- সুনাগরিকের জীবনাচরণ পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজে চর্চার মাধ্যমে অভ্যাসে পরিণত করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
- ডিজিটাল প্রযুক্তির বিপুল সম্ভাবনা ও সুযোগ বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে শুধু ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহারকারী না হয়ে উদ্ভাবনকারী হিসেবে গড়ে তোলার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
- বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ, ঝুঁকি ও সম্ভাবনা বিবেচনায় নিয়ে পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য রূপান্তরযোগ্য দক্ষতা অর্জনকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
- শিক্ষার্থীর আবেগিক বুদ্ধিমত্তা ও মানসিক স্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দিয়ে সার্বিক বিকাশ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম রূপরেখায় প্রস্তাবিত মূল পরিবর্তনসমূহ

- ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত সকলের জন্য ১০টি বিষয় নির্ধারণ (প্রচলিত মানবিক, বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ থাকবেনা);
- পরীক্ষা ও সনদকেন্দ্রিক পড়াশোনার পরিবর্তে, পারদর্শিতাকে গুরুত্ব দিয়ে দশম শ্রেণি শেষে পাবলিক পরীক্ষা;
- শিক্ষার্থীর ওপর চাপ কমানোর জন্য একাদশ শ্রেণির শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে একাদশ শ্রেণি শেষে এবং দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে দ্বাদশ শ্রেণি শেষে পাবলিক পরীক্ষা;
- পারদর্শিতা অর্জন নিশ্চিত করা ও মুখস্থনির্ভরতা কমানোর জন্য শিখনকালীন/ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রবর্তন;
- ৯ম ও ১০ম শ্রেণিতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য কৃষি, সেবা বা শিল্প খাতের একটি অকুপেশনের ওপর দক্ষতা অর্জন বাধ্যতামূলক এবং ১০ম শ্রেণি শেষে যে কোনো একটি অকুপেশনে কাজ করার মতো পেশাদারি দক্ষতা অর্জন;
- মাধ্যমিক স্তরে সাপ্তাহিক ছুটি দুই দিন প্রবর্তন;
- অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন-শেখানো কার্যক্রম বিদ্যালয়ের বাইরেও পারিবারিক ও সামাজিক পরিসরে অনুশীলন;
- সকল শিক্ষার্থীর অভিন্ন মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের জন্য শিক্ষাক্রম রূপরেখার ১০টি বিষয়ের সাথে মাদ্রাসা ও কারিগরি শাখার বিশেষায়িত বিষয়সমূহের যৌক্তিক সমন্বয়।

মাদরাসা শিক্ষার সঙ্গে সমন্বয়

মাদরাসা শিক্ষাক্রম পরিমার্জনে নিম্নবর্ণিত কৌশলসমূহ অবলম্বন করা হবে :

- ১০টি মূল যোগ্যতা অর্জনকে প্রাধান্য দিয়ে বিষয়নির্ভরতা কমিয়ে যোগ্যতা ও দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন;
- যে বিষয়বস্তুসমূহ নিশ্চিতভাবেই থাকতে হবে তা নির্ধারণ করে নিজস্বতা/স্বকীয়তা বজায় রেখে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা;
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মুখস্থনির্ভরতা কমিয়ে যোগ্যতাভিত্তিক অ্যাপ্রোচে কাজ ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন পদ্ধতির মাধ্যমে শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনা করে বিষয় এবং বিষয়বস্তুর ভার কমানো;
- স্বকীয়তা বজায় রেখে মাদরাসা শিক্ষা ধারায় আন্তঃবিষয় ও আন্তঃশাখা সমন্বয় করে বিষয় এবং বিষয়বস্তুর ভার, সময়, নম্বর ইত্যাদির মধ্যে বৈষম্য কমিয়ে আনা;
- নীতি-নির্দেশনা ও গবেষণা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ পর্যালোচনা এবং রূপরেখার মৌলিক নির্দেশনাসমূহ অনুসরণে কারিগরি অনুশীলনের মাধ্যমে শিখন-ক্ষেত্র ও বিষয়-সংক্রান্ত পদ্ধতিগত বৈষম্য কমিয়ে আনা;
- আবশ্যিক বিষয়সমূহের অগ্রাধিকার চিহ্নিত করে সমন্বয়ের মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষা ধারার সাথে বিদ্যমান বৈষম্য কমানো;
- শিক্ষার্থী যেন অন্য যেকোনো ধারায় শিক্ষার সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা রাখা;
- বিষয়, বিষয়বস্তুর প্রাধান্য কমিয়ে যোগ্যতা ও দক্ষতাকে প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা;

শিক্ষাক্রম রূপরেখা বাস্তবায়নে যা আবশ্যক-

- পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়ন এবং বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়ে বাস্তবায়নের সময়াবদ্ধ মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার সমন্বিত বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌত ও আইটি অবকাঠামো এবং বিজ্ঞান, আইসিটি ও সামাজিক ল্যাব প্রতিষ্ঠা
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেবা, কৃষি ও শিল্প খাত সংশ্লিষ্ট অকুপেশনাল দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো (ল্যাব ও যন্ত্রপাতি) উন্নয়ন ও শিক্ষক নিয়োগ
- কারিগরি স্কুল ও কলেজের (TSC) সাথে প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ স্থাপন
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সেবা, কৃষি, শিল্প, ব্যবসা, স্থানীয় সরকার ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক
- শিক্ষক, শিক্ষা প্রশাসক ও ব্যবস্থাপকদের পেশাদারি দক্ষতা বৃদ্ধি
- ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে কার্যকর মনিটরিং ও মেন্টরিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা
- ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে শিখনকালীন মূল্যায়ন কাঠামো ও ব্যবস্থা প্রণয়ন
- শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, ক্ষমতায়ন ও অর্থায়ন
- শিক্ষকের ক্ষমতায়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ

ধন্যবাদ